# চিত্ত-বিকাশ

[ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]


## হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়,

মূল্য এক টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭·২—৪. ৭. ৫৩

# ভূমিকা

'চিত্ত-বিকাশ' হেমচন্দ্রের শেষ কাব্যগ্রন্থ। দুঃখ-দারিদ্র্য-ব্যাধি-পীড়িত কবির শেষ জীবনের কয়েকটি কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। মর্মান্তিক ব্যক্তিগত আক্ষেপ ও হাহাকারে কয়েকটি কবিতা ওতপ্রোত, কবি-জীবনের অনেক ইঙ্গিতও এইগুলিতে আছে। 'চিত্ত-বিকাশ'কে ছন্দে কবির আত্মকথা বলা যাইতে পারে। ইহা ২২ ডিসেম্বর ১৮৯৮ প্রকাশিত হইয়াছিল; অক্ষয়চন্দ্রের মতে—

> ১৩০৫ সালের ৯ই পৌষ, সে দিন বলিলেই হয়, হেমবাবুর চিত্তের অভিনব বিকাশ 'চিত্ত-বিকাশ' প্রকাশিত হইল। 'চিত্ত-বিকাশে'র দুইটি কবিতা আমাদের মর্ম্মদাহন করে। হেমচন্দ্রের দুঃখে আমাদের দুঃখ। একটি কবিতা—'হের ঐ তরুটির কি দশা এখন', অন্যটি 'বিভু, কি দশা হবে আমার?'... এই সকল ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হয়; ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্রের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়াছে। তিনি অমরধামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।—'কবি হেমচন্দ্র,' ২য় সং, পৃ. ১২-১৬।

প্রথম সংস্করণ 'চিত্ত-বিকাশে'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭০, আখ্যাপত্র এই—

> চিত্ত-বিকাশ। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। "Renounce all strength......for ever thine." *Cowper.* শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভেলুপুরা, বেনারস সিটি। ৺কাশীধাম। ১৩০৫ দশাশ্বমেধ ঘাট, অমর যন্ত্রালয়। শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'হেমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ডের (১৩৩০) সম্পূর্ণ সপ্তম পরিচ্ছেদটি (পৃ. ১৮৭-২৩৪) 'চিত্ত-বিকাশ' সংক্রান্ত। এই অধ্যায়ের শিরোনামাতেই গ্রন্থের পরিচয় আছে—"অন্ধাবস্থা—'চিত্ত-বিকাশ'।" তাঁহার জীবনে যে যে দুঃখকর ঘটনা কবিতাগুলি রচনার কারণ হইয়াছিল, তাহার তালিকা শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দিয়াছেন। সমসাময়িক সাময়িকপত্রে ('প্রদীপ,' 'সাহিত্য' প্রভৃতি) 'চিত্ত-বিকাশে'র অনুকূল সমালোচনা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকেরা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকারের জীবিতকালের সংস্করণগুলি হইতে বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে।

# চিত্ত-বিকাশ

"Renounce all strength but strength divine ;
And peace shall be for ever thine."

*Cowper*

# বিজ্ঞাপন

শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটিরই অভাব হইয়াছে, তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া আত্মকল্পনা ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবিতাকারে নিবন্ধ করিলাম। উপরি লিখিত অবস্থাক্রমে ইহা যে সকল সহৃদয় মহাত্মাগণের চিত্তবিনোদক হইবে, ইহার আশা নাই। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে আসিতে পারে, এই ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম।

কাশীধাম
ইং ১৮৯৮।২২ ডিসেম্বর
বাং ১৩০৫।৯ পৌষ

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

# সূচীপত্র

# চিত্ত-বিকাশ

## হের ঐ তরুটির কি দশা এখন

হের ঐ তরুটির কি দশা এখন ;
বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন !
ছিল সুরসাল কাণ্ড, সুচারু গঠন,
উন্নত শিখরে অভ্র করিত ধারণ,
শাখা শাখী চারি ধারে উঠিত কেমন,
বিটপে আতপতাপ হইত বারণ।

পড়িত তাহার তলে ছায়া সুশীতল,
ফুটিত কেমন ফুল কিবা পরিমল।
কতই লতিকা উঠে জড়াইত গায়,
কতই পথিক শ্রান্ত আসিত তলায়।
ঝটিকা-ঝাপটে এবে হারায়ে স্ব-বল,
হেলিয়া পড়েছে আজি পরশি ভূতল।
শুকায়েছে শুকাতেছে বিটপ-পত্রিকা,
খসিয়া পড়েছে ভূমে আশ্রিত লতিকা।
শুষ্ক ফল পুষ্প পড়ি ভূমিতে লুটায়,
আশে পাশে বিহঙ্গেরা উড়িয়া বেড়ায়,
নিরাশ্রয় ভগ্ননীড় নিকটে না যায়।

পথিক সতৃষ্ণ নেত্রে তরুপানে চায়,
ছায়া বিনা কেহ সেথা বসিতে না পায়,
নিকটে আসিয়া কেহ ক্ষণ না দাঁড়ায়,
পূর্ব্বকথা ব'লে ব'লে পথে চলে যায়।
দেখিয়া তরু রে তোরে, প্রাণ কাঁদে মম,
আছিল আমার(ও) আগে সবই তোর সম,

শাখা শাখী ফল পুষ্প সুবেশ সুঘ্রাণ,
করেছি কতই জনে সুচ্ছায়া প্রদান।

হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়,
নিজ পর ভাবি নাই অনন্য উপায়,
যে এসেছে আশা করে দিয়াছি তাহায়,
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়,
স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের ঐ তরুটির কি দশা এখন।

## বিভু, কি দশা হবে আমার ?

বিভু! কি দশা হবে আমার ?
একটি কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,—
সব আশা চূর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী'পরে,
চিরদিন করিতে ক্রন্দন॥

আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে॥

চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে।
যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে॥

কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান।
ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান্॥

সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে॥

জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার,
চির অস্তমিত দিনমণি॥

ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার,
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশ দিক্ ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার॥

প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে,
আমারি রজনী শেষ, হবে না কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে॥

আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে,
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে॥

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,

থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানব-বদন ॥

নিজ পুত্র-কন্যা-মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।

কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার ॥

ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু। কি দশা হবে আমার ॥

## কি হবে কাঁদিয়া ?

কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া,
সবারি এ দশা কিছু চির নয়,
চির দিন কারো নাহি রয় স্থির,
চিরকাল কারো সমান না যায়।

পরিবর্ত্তময় সদা এ জগৎ,
নাহি ভেদাভেদ ক্ষুদ্র কি মহৎ,
হ্রাস বৃদ্ধি নাশ যার যে নিয়ত,
পল অনুপল পৃথিবীময়।

আমি কিবা ছার নগণ্য পামর,
শত শত কত মহাভাগ্যধর,

বিরাট্ সম্রাট্ দেবতুল্য নর,
উন্নতি পতন সবারি হয়।

কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম,
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম,
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা,
কোথায় মথুরা কোথায় দ্বারকা।

কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে,
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি।

এস ভগবান্ কর ধৈর্য্য দান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি।

সুচির বসন্ত, হাসে না ধরায়,
না চির হেমন্ত ধরণী কাঁপায়,
উত্তপ্ত নিদাঘ প্রাবৃটে জুড়ায়,
অনিত্য সকলি বিধির ইচ্ছায়।

দুর্দ্দিনের দিনে যেই বলীয়ান,
সহিতে বিধির কঠোর বিধান,
নমে না টলে না নহে ম্রিয়মাণ,
যে পারে তারি জীবন ধন্য।

এ ভব-সাগরে ধ্রুব লক্ষ্য ক'রে,
রাখিতে আপনা আবর্ত্তের ঘোরে,
না হারায়ে কূল, না ডুবে পাথারে,
নাহি রে নাহি রে উপায় অন্য।

আমা হতে আরো কত ভাগ্যধর,
হারায়ে সাম্রাজ্য শৌর্য্য বীর্য্য আর,
পড়িছে ভূতলে অদৃষ্টের ফলে,
ধৈরযে আবার বাঁধিছে হিয়ে।

কি ছার আমি যে হয়ে ভাগ্যহীন,
কাঁদি এত, ভাবি দেখিয়া দুর্দ্দিন,
কেন কাঁদি এত কেন বা কাঁদাই,
রাখ নাথ, মোরে ধৈরয দিয়ে।

আপনারই দোষে আপনি হারাই,
বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই,
এ সান্ত্বনা কেন পরাণে না পাই,
নিজ কর্ম্মফল অদৃষ্ট কেবল।

কত দিন তরে এ জীবন রয়,
সংসারের খেলা সবই স্বপ্নময়,
বুঝিয়াও মন বুঝে না ত তায়,
কেন সদা ভাবি হইয়া বিকল।

আমি আমি করি, কে আমি রে ভবে,
কেন অহঙ্কার এত দম্ভ তবে,
নাম গন্ধ চিহ্ন সকলই ফুরাবে,
দুদিন না যেতে ভুলিবে সবে,

ভুল না ভুল না শেষের সে দিন,
মহানিদ্রাঘোরে ঘুমাবে যে দিন,
আবাস ভাণ্ডার বিভব-বিহীন,
যার ধন তার পড়িয়া রবে।

দাসে দয়াবান্ হও ভগবান্,
ঘুচাও মনের ঘোর অভিমান।
কর কৃপাময় কৃপাবিন্দু দান,
হৃদয়বেদনা ঘুচায়ে দাও।

ডাকি হে শ্রীহরি শ্রীচরণে ধরি,
মোহ অন্ধকার দাও দূর করি,
দেহ শান্তি প্রাণে, এই ভিক্ষা করি,
অভাগার শেষ আশা মিটাও।

## জয় জগদীশ জয় বল রে বদন

জয় জগদীশ জয় বল রে বদন,
বিভুগানে মাতয়ারা জগৎ আনন্দে ভরা,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

কাননে কুসুম ফুটে, আনন্দে পবন ছুটে,
পরিমল মাখি গায় করয়ে ভ্রমণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

বিহঙ্গ প্রফুল্ল প্রাণ, সুখে করে বিভুগান,
সুমধুর কণ্ঠস্বরে পূরিয়া কানন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে, অমর-কণ্ঠের স্বরে,
বেণু বীণা জিনি রব বাদ্যের নিক্কণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

সকল ব্রহ্মাণ্ডময়, জয় বিভু শব্দ হয়,
প্রেমময় বিভুগানে মত্ত ত্রিভুবন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

হেরে বিশ্বরূপ যাঁর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
প্রকৃতি প্রণতি করি করয়ে অর্চ্চন,
চমকিত বিশ্ববাসী করে দরশন।
প্রজ্বলিত অন্তরীক্ষে, সুমাল্য শোভিছে বক্ষে,
ঢেকেছে বিরাট্ বপু ব্রহ্মাণ্ড ভুবন।

জ্বলে চক্ষু জ্বালাময়, যেন শত সূর্য্যোদয়,
সহস্র সহস্র বক্ত্র, শ্রবণ নয়ন,
সহস্র সু-ভুজ দণ্ড, সহস্র সহস্র মুণ্ড,
মণ্ডিত কিরীটে শূন্য করে পরশন,
সহস্র সহস্র গ্রীবা, সহস্র সহস্র জিহ্বা,
সহস্র সহস্র করে বজ্র আকর্ষণ,
সহস্র সহস্র পদ, যেন কোটি কোকনদ,
ফুটিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়ায় কিরণ,
শত সিন্ধু পদতলে, কত নদ নদী চলে,
ছুটে সে চরণতলে কোটি প্রস্রবণ,
হেরে বিশ্ববাসীগণ বিস্ময়ে মগন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

ভুবনমোহন রূপ নেহারি আবার,
মহানন্দে বসুন্ধরা করয়ে বিহার,
যথন বসন্ত কালে, নাচিয়া তরঙ্গ চলে,
ধীর সমীরণে খেলে, তটিনীর পুলিনে।
নিদাঘে জোছনা নিশি, হাসিয়া অমিয় হাসি,
যথন উদয় হয় তারাহার গগনে।
পুন যবে বরষায়, বেগে স্রোতধারা ধায়,
কুতূহলা বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে।
যথন সুধার আশে, শরৎ-চন্দ্রমা পাশে,
চকোর চকোরী ভাসে দূর শূন্য গগনে।
দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত মনে,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদনে।

জয় জগতের ভূপ, জয় হে অনাদিরূপ,
জয় পরমেশ জয়, অচিন্ত্য পুরুষ জয়,
জয় কৃপাময় জয় জগৎজীবন।
ঈশ হরি জগদীশ গাও রে বদন,

অনাদি অনন্ত রূপ জয় নারায়ণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

বিহর বিহর হরি, জগজন-মনোহরি,
ভুবনমোহন রূপে ভুলাও ভুবন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়,
জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্ডতারণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

চরণে করিয়া নতি, বলি হে তার শ্রীপতি,
কর হে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

## কৌমুদী

হাস রে কৌমুদী হাস সুনির্ম্মল গগনে,
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে।
সুধা পেয়ে সিন্ধুতলে
দেবতারা সুকৌশলে
লুকাইলা চন্দ্র-কোলে—লেখা আছে পুরাণে,
বুঝি কথা মিথ্যা নয়,
নহিলে চন্দ্র-উদয়,
কেন হেন সুধাময় ব্রহ্মাণ্ডের নয়নে।

আহা, কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমার কিরণে,
যেখানে যখন পড়ে,
প্রাণ যেন নেয় কেড়ে,
ভুলে যাই সমুদয়,
চেতনা নাহিক রয়,
জাগিয়া আছি কি আমি কিম্বা আছি স্বপনে।

আহা, কি অমিয়-খনি শরতের গগনে !
কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি,
যেই হেরি পূর্ণ শশী,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই,
শুধু সেই দিকে চাই,
হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমিষ নয়নে।

পড়ে কিরণের ঝারা ঢাকি হৃদি বদনে,
যত হেরি সুধাকরে,
হৃদয়ের জ্বালা হরে,
কোথা যেন যাই চলে
স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,
সংসারের সুখ দুঃখ নাহি থাকে স্মরণে॥

( শ্রীরাধার উক্তি )

নাচ্ রে ময়ূর নাচ্ অমনি,
নেচে নেচে তুই আয় রে কাছে,
বড় সাধ মোর দেখিতে ও নাচ,
দেখিলে ও মোর পরাণ বাঁচে।

আয় নেচে নেচে ছড়ায়ে পেখম,
শশাঙ্কের ছাঁদ ছড়ান যায়,
জল-ধনু তনু কিরণের ছটা,
প্রতি চাঁদ ছাঁদে প্রকাশ পায়।

পা দুখানি ফেল তালে তালে তালে,
নীল গ্রীবাতল সুউচ্চ করি,
নাচিতিস আগে তুই রে যেমন,
নিকুঞ্জ মাঝারে গরবে ভরি।

তোর নাচে তিনি তুড়ি দিয়া দিয়া,
নাচাতেন আরো ঠারি আমায়,
কভু তোর নাচে উল্লাসে মাতিয়া,
নাচিতেন হেম-নূপুর পায়।

নাচিতিস যেই শুনিতিস কাণে
তাঁহার চরণ-নূপুরধ্বনি,
কিম্বা করতালি অঙ্গুলি-বাদন,
যেখানে সেখানে থাক্ যখনি।

নিকুঞ্জ ভিতরে কদম্বের ডালে,
কিবা কেলি-শৈলশিখর উপরে,
বিপিনে, কি বনে যমুনাপুলিনে,
সরোবরকূলে কি হ্রদতীরে।

যখন ধরিত মুরলীর তান,
থাকিত না তোর চেতনা বা জ্ঞান,
শশাঙ্ক-শোভিত কলাপ প্রসারি,
নাচিতিস হয়ে উন্মত্ত-প্রাণ।

বড়ই সম্ভ্রম করিতেন তিনি,
সেই প্রিয়সখা তোয় আমায়,
তোর পাখা লয়ে বাঁধিয়া চূড়ায়,
ধরিলেন কিনা আমার পায়।

কি যে এ সম্ভ্রম আদর মনে,
তুই কি বুঝিবি বনের পাখী।
আমি রে মানবী আমি বুঝি তায়,
এখনো তাঁহারে হৃদয়ে দেখি।

সে পদ সম্পদ্ সে আদর মান,
কত দিন হ'লো কোথায় গেছে,
তবু রে ময়ূর দেখে নৃত্য তোর,
সকলি আবার প্রাণে জাগিছে।

সকল(ই) ত গেছে সব ফুরায়েছে,
আর ত ফিরে পাব না তায়,
তবুও এখন(ও) স্মৃতিগত সুখ,
ভেবেও তাপিত হৃদি জুড়ায়।
আয় রে ময়ূর নাচিয়া অমনি,
আয় রে আমার নিকটে আয়।

## খদ্যোত

কি শোভা ধরেছে তরু খদ্যোতমালায়,
শাখা কাণ্ড সমুদয়, হয়েছে আলোকময়,
কি চারু সুন্দর শোভা জুড়ায় নয়ন !

নীল আভা পুচ্ছে ঝরে, শোভিতেছে তরু'পরে,
লক্ষ আলোকের বিন্দু ফুটিছে যেমন।

হেরে মনে হয় হেন, সোণার তরুতে যেন,
লক্ষ হীরাখণ্ড জ্বলে, জড়িত কাঞ্চন।

কখনো বা মনে হয় তরুটি যেমন,
আলোকে ডুবিয়া আছে, সর্ব্ব অঙ্গে ঝকিতেছে,
মনোহর নীলকান্তি কাঞ্চন কিরণ।

অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে,
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণ ফুলে, চারু কারুকার্য্য তুলে,
ঢাকিয়া রেখেছে তরু করি আচ্ছাদন।

কিন্তু পরদিন প্রাতে উদিলে তপন,
কাছে গিয়া হের তায়, কোথায় কাঞ্চন হায়,
দারুময় তরু সেই পূর্ব্বের মতন।

কোথা বা হীরকমালা নয়নরঞ্জন,
তরুতলে ডালে গাছে, দেখিবে পড়িয়া আছে,
কেবল জোনাকী পোকা-পাঁতি অগণন।

হায় রে কতই হেন বিচিত্রদর্শন,
মানবের সুখকর, নয়ন-মানস-হর,
করেছেন ভগবান্ ভূতলে সৃজন।

দিবা বিভাবরী যোগে কতই এমন,
শ্রুতি দৃষ্টি মনোলোভা, সৃষ্টি করেছেন শোভা,
মূলহীন সত্ত্বহীন স্বপন যেমন।

আহা বিধাতার এই মায়ার সৃজন,
নহে বঞ্চনার তরে, শুধুই জুড়াতে নরে,
মায়াজালে জড়ালেন নিখিল ভুবন।

না বুঝে কৃতঘ্ন নর বিধির মনন,
নিন্দা করে এ কৌশলে, তাঁহারে নিষ্ঠুর বলে,
বলে তিনি জীবগণে করেন বঞ্চন।

## আলোক

আলোক সৃজন হইল যখন,
জগতের প্রাণী উল্লাসিত মন,
অবনী গগন জলধি-জীবনে,
করে বিচরণ পুলকিত মনে,
মহাসুখে হেরে প্রকৃতির মুখ,
হেরে পরস্পরে হইয়া উৎসুক।
চমকিত চিতে করে দরশন,
লাবণ্য-মণ্ডিত জগত-বদন,
কিরণ-ভূষিত ভূতল আকাশ,
অতুল সুষমা চন্দ্রমা প্রকাশ।

জগতের জীব আনন্দিত মন,
প্রাণিকণ্ঠরবে পূরে ত্রিভুবন,
আলোকে উজ্জ্বল লোক সমুদয়,
জয় জয় শব্দ ত্রিভুবনময়।

জগত হইল আলোকময়,
ঘুচিল আঁধার জড়তা ভয়
বিধাতার এই অতুল ভুবন,
হইল তখন আনন্দকানন,
তরু লতা তৃণ মৃৎ ধাতু জল,
নিজ নিজ রঙে সাজিল সকল।

পতঙ্গ বিহঙ্গ কুরঙ্গ কুঞ্জর,
কিরণ মাখিয়া অতি মনোহর,
রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে,
নানা বনফুল ফুটিল কাননে।
আলোকে প্রকাশ হইল তখন,
সুন্দর স্বর্গীয় মানব-বদন,
হেরি সে বদন পশু পক্ষী যত,
নিজ নিজ শির করিল নত।

কি আশ্চর্য্য বিধি-সৃজনপ্রণালী,
এক জাতি, কিন্তু বিভিন্ন সকলি।
আলোক পাইয়া মানবমণ্ডলী,
দেখিতে লাগিলা হয়ে কুতূহলী,
নব সৃষ্টিশোভা সৃজনকৌশল,
বিধিনিয়মিত শৃঙ্খলা সকল,
দিবস রজনী চন্দ্র সূর্য্য গতি,
ষড়ঋতু ধারা নিয়ম পদ্ধতি;
হেরি সৃষ্টিলীলা স্তম্ভিত হইয়া,
রোমাঞ্চিত কায় বিস্ময় মানিয়া।

আলোক-মাহাত্ম্য কেবা নাহি জানে,
যে দেখেছে কভু নিশা অবসানে,
প্রাতঃসূর্য্যোদয়, কিম্বা সন্ধ্যাকালে,
পূর্ণ ষোলকলা শশাঙ্কমণ্ডলে;

যে দেখেছে কভু সরস বসন্তে,
চারু ফুলদল নব নব বৃন্তে,
প্রস্ফুট কমল সরসীর কোলে,
হাসিমুখে সুখে ধীরে ধীরে খোলে;
নানা বর্ণরঙ্গে সুচিত্রিত কায়;
বিহঙ্গ সকল কিরণে খেলায়,
দেখেছে কখন(ও) অসূর্য্য গগনে,
আলোক-মাহাত্ম্য সেই সে জানে।

আলোক-মাহাত্ম্য জানিয়াছে সেই,
চরাচরময় দেখিয়াছে যেই,
লতা পাতা তরু নির্ঝরের গায়,
আলোকের গুণে স্বতঃ ব্যক্ত হয়
বিধিহস্তলিপি; কোথা তার কাছে
গীতা-উপদেশ! জগতে কি আছে
অমূল্য পদার্থ হেন কিছু আর,
আলোকের সহ তুলনা যাহার।

## ফুল

দেখ কি সুন্দর ঐ ফুলটি বাগানে,
ফুটিয়া উদ্যান আলো করে আছে
লাল রঙে মরি! কি শোভা উহার,
অরুণের প্রভা অঙ্গে মাখিয়াছে।

এ সৌন্দর্য্য আর ক'দিন থাকিবে
জুড়াবে এরূপে নয়ন মন?
কাল না ফুরাতে পরশু হেলিবে
বোঁটাটি উহার, ফুরাবে যৌবন।

হবে নতশির, ঝুলিয়া পড়িবে,
এ শোভা তখন থাকিবে না আর,

ক্রমে পত্রচয় শুকায়ে আসিবে,
ভূতলে পড়িবে ক'রে ঝর্ ঝর্।

মানুষের(ও) দেহ-সৌন্দর্য্য এমনি,
দিন কয় মাত্র তরুণ তরুণী,
যৌবনের কাল ফুরায় যখন,
সে শোভা সৌন্দর্য্য শুকায় অমনি।

দেখিলে তখন শ্লথ শুষ্ক কায়,
সে যুবা যুবতী চেনা নাহি যায়,
বার্দ্ধক্য যখন পরশে তাদের,
দেখিলে তখন হৃদি ব্যথা পায়।

জগতের অঙ্গে নিয়ত নিরখি,
পূর্ণ শোভা আজ প্রকাশিয়া আছে,
কাল আর তার চিহ্ন মাত্র নাই,
ভেঙ্গে চূরে যেন কোথায় গিয়াছে।

কেন ভগবান্ হেন নিষ্ঠুরতা,
জগতের প্রতি এত কি বাম,
না থাকিতে দাও কিছুকাল তরে,
যা দেখে পরাণে এতই আরাম,

বিধি, কি হে তুমি মনে ভাব লাজ,
নিজ নিপুণতা দেখাইতে ভবে,
কিবা জীবসুখে এত হিংসা তব,
না ভুঞ্জিতে দাও তব বিভবে।

এত কি হে সুখ দিয়াছ জগতে,
এ সুখের আর প্রয়োজন নাই,
দোহাই তোমার, তুমি জান ভাল,
এ ভব তোমার কি সুখের ঠাঁই।

# সরিৎ সময়

তর্ তর্ ক'রে চলেছে সলিল,
শিলা তরুমূল করিয়া শিথিল।
ধীরে ধীরে মাটি ফেটে ছড়ে ছড়ে,
কূলে কূলে জলে ধস্ ভেঙে পড়ে।
লতা পাতা বেত স্রোতবেগে কাঁপে,
তরু লতা ঝোপ তীর ছাপি ঝাঁপে।
ঝির্ ঝির্ ক'রে মাটি ঝরে পাড়ে,
তরু লতা স্রোতে সমূলে উখাড়ে।
সর্ সর্ বালি জলতলে সরে,
বাধা পেয়ে শেষে দ্বীপরূপ ধরে।
আম, জাম, শাল, জারুল, তিন্তিড়ী,
তীরে ছায়া করি চলেছে দুধারী।
ফুলতরুদল দু'কূলে সুন্দর,
ফুলগন্ধে বায়ু করে ভর ভর।
জলচর পাখী তীর ছাড়ি ছুটে,
মীন মুখে করি পাখা ঝাড়ি উঠে।
চলে স্রোতধারা ভাঙে গড়ে কত,
আপনার বলে খুলে লয় পথ।
বাঁধ বাধা বাঁক কিছু নাহি মানে,
দিবা নিশি চলে আপনার মনে।
উজির আমির কাঙ্গাল না গণে,
চলে দিবা নিশি আপনার মনে।

তর্ তর্ ক'রে চলেছে সময়,
পল অনুপল কার(ও) লক্ষ্য নয়।
গতিচিহ্ন খালি ধরা-অঙ্গে লেখা,
কালের প্রবাহ তাই যায় দেখা।

কত ভাঙে গড়ে স্রোতধারা তার,
ভূমণ্ডলময় সংখ্যা করা ভার।
নব কিসলয় সম শিশুগণ,
প্রফুল্ল কুসুম সম যুবা জন,
কাল নদীকূলে তরু লতা মত,
বাড়ে দিনে দিনে শোভা ধরি কত
তরুণ যৌবন পূর্ণ হলে পরে,
সারাল স্থঠাম প্রৌঢ়কান্তি ধরে।
বার্দ্ধক্য জরায় শুকায় যখন,
কালগর্ভে প'ড়ে হয় অদর্শন।
অবিচ্ছেদগতি বহে কালস্রোত,
ধরা-অঙ্গে কত করি ওতপ্রোত।
রেণু রেণু করি পর্ব্বতের চূড়া,
কালে ভগ্ন হয়ে হয়ে যায় গুঁড়া।
বালুকার স্তূপ বেড়ে বেড়ে কালে,
পর্ব্বত আকারে ঠেকে শূন্যভালে।
আজ মরুভূমি, কাল জলে ঢাকা,
বিপুল তরঙ্গ চলে আঁকা বাঁকা।
আজ রাজ্যপাট অট্টালিকাময়,
কাল মহাবন শ্বাপদ-আশ্রয়।
কালস্রোত ধারে নর ক্রৌঞ্চ কত,
নীরে লক্ষ্য করি ভ্রমে অবিরত;
অবসর বুঝে স্রোতে মগ্ন হয়,
ভক্ষ্য মুখে করি বৃক্ষে উড়ে যায়।
পক্ষ ঝাপটিয়া পূর্ব্ববেশ ধরে,
উচ্চ ডালে বসি ভক্ষ্য জীর্ণ করে।
চলে কালস্রোত নাহি দয়া মায়া,
চলে মুখে নিয়া শিশু বৃদ্ধ কায়া।
রাজা দুঃখী ধনী প্রভেদ না গণে,
চলে অবিরত আপনার মনে।

তর্ তর্ করি কালস্রোত যায়,
সরিৎ সময়, দুই তুল্য প্রায়।

## কল্পনা

কি দেখিনু আহা আহা,
আর কি দেখিব তাহা,
অপূর্ব্ব সুন্দরী এক শূন্য আলো করি,

চাঁদের মণ্ডল হাতে,
উঠিছে আকাশপথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি।

ভাবভরা মুখখানি,
আহা মরি কি চাহনি,
কটাক্ষে ভুলায় নর অমর ঋষিরে।

কি ললাট কিবা নাসা,
মনভাষা পরকাশা,
ওষ্ঠাধরে হাসিরেখা নৃত্য করি ফিরে,

বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্রধনু শোভা পায়,
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়।

যেখানে উদয় হয়,
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক্ আমোদে পূরায়,

কখন শিখর-শিরে,
বসিয়া নির্ঝরতীরে,
মিশায়ে বীণার স্বরে গানে মত্ত হয়।

কভু কোন(ও) কুঞ্জবনে,
প্রবেশি প্রমত্ত মনে,
নৃত্য করে নিজ মনে অধীরা হইয়া।

কখন(ও) তটিনীনীরে,
ধৌত করি কলেবরে,
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া।

কভু মরুভূমি গায়,
ফুলোদ্যান রচি তায়,
শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ।

কভু কি ভাবিয়া মনে,
একাকী প্রবেশি বনে,
হাসে কাঁদে নিজ মনে উন্মাদ যেমন।

কখন(ও) মন্দিরে ধায়,
পূজা করে দেবতায়,
জগৎমাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়।

কখন(ও) নন্দন-বনে,
অপ্সরী অমরী সনে,
খেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলায়।

কখন(ও) অদৃশ্য হয়ে,
ছায়াপথে লুকাইয়ে,
দেখায় কতই ছলা কত রূপ ধরি।

সদাই আনন্দ মন,
সর্ব্বত্র করে গমন,
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণি-দুঃখ হরি।

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সব(ই) তার লীলাস্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে,

তিন লোকে আসে যায়,
সর্ব্বত্র আদর পায়,
সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি সকলেই জানে।

কভু ছায়াপথ ছাড়ি,
আর(ও) শূন্যে দিয়া পাড়ি,
দেখায় অপূর্ব্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া,

উঠিতে উঠিতে বালা,
দেখাইছে কত ছলা,
কত রূপে কত মতে নাচিয়া গাইয়া।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রাণী,
হেরিয়া আশ্চর্য্য মানি,
বিস্ফারিত নেত্রে সবে বামা পানে চায়

ধরা উলটিয়া ফেলে,
স্বর্গ আনে ধরাতলে,
অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায়।

চলে রামা বায়ুপথে,
পূরাইয়া মনোরথে,
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয়।

কখন(ও) পাতালপুরি,
আলোকে উজ্জ্বল করি,
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্য্যোদয়,

মরুতে উদ্যান রচে,
ম'রে প্রাণী পুনঃ বাঁচে,
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভানু স্নিগ্ধকায়।

চপলা চাপিয়া রাখে,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়।

কতই বিস্ময়কর
কার্য্য হেন হেরি তার,
সুচতুর বাজীকর জাদুর সমান।

হেলায় পূরায় সাধ,
সাগরে বাঁধিয়া বাঁধ,
অগাধ জলধিজলে ভাসায়ে পাষাণ।

পশু পক্ষী কথা কয়,
"বানরে সঙ্গীত গায়,"
গিরি-অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায়

কখন(ও) নাবিকদলে
ছলিবারে কুতূহলে,
অতল সাগরজলে কমল ফুটায়।

ক্ষণ নিমেষের মাঝে,
মহানগরীর সাজে,
সাজায় কখনো বন গহন কাননে।

কখন(ও) বা মহারঙ্গে,
ভাঙ্গিয়া ধরণী-অঙ্গে,
সৌধমালা অট্টালিকা, মথয়ে চরণে।

কভু মহাশূন্য পারে,
সৌর জগতের ধারে,
দেখায় নূতন সূর্য্য নূতন আকাশ ;

নবীন মেঘের মালা,
নবীন বিজুলী-খেলা,
নব কলাধর-শশি-কিরণ প্রকাশ।

স্বর্গ শূন্য ধরা'পর,
কত হেন কল্পনার,
অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,

বিচরি ব্রহ্মাণ্ডময়,
হর্ষ-পুলকিত কায়,
হেরি কত অস্তোদয় হয় ধরণীতে ;

ভাবি কত দূর যাই,
যেন তার অন্ত নাই,
শেষে না দেখিতে পাই কোথা যাই চলে ;

সুদূর গগনগায়,
শেষে মিলাইয়া যায়,
চপলা চমকে যেন মেঘের মণ্ডলে ।

সহসা চৌদিকে চাই,
তখন দেখিতে পাই,
সেই আমি সেই ধরা সেই তরু জল,

যাই নি, নিমেষ পল,
ছাড়িয়া এ ধরাতল,
তবুও ভ্রমিনু স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ।

এ হেন প্রভাব যার,
প্রসাদ লভিলে তার,
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি ।

প্রতি দিন কল্পনারে,
পাই যদি পূজিবারে,
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি ।

এ চির মনের সাধ
মিটিল না, অপরাধ
লয়ো না দুঃখিনী মা গো, দৈব প্রতিকূল,

কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈলা সারদায়,
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল ।

# প্রজাপতি

কে জানে মহিমাময় ! মহিমা তোমার,
সামান্য পতঙ্গ এই,
ইহার তুলনা নেই,
কি চিত্র বিচিত্র করা অঙ্গেতে ইহার ।

কিসে ফলাইয়ে রং করেছ এমন !
কে জানে জগৎ-মাঝে,
কে পারে তুলির ভাঁজে,
তুলিতে এমন চিত্র, সুন্দর চিকণ !

খেলায়ে রঙের ঢেউ কি রেখাই টেনেছ,
ভিতরে ভিতরে তার,
বিন্দু বিন্দু চমৎকার,
কিবা ছিটা ফোঁটা দিয়ে সাজায়ে রেখেছ

লতায় বসিয়া পাখা দুলায় যখন,
কিরণ পড়িলে তায়,
কার চক্ষু না জুড়ায়,
এ মহীমণ্ডল মাঝে কে আছে এমন !

কি এ শোভা আকর্ষণ বলিতে না পারি,
ভুলায় শিশুর(ও) মন,
কত আশা আকিঞ্চন,
কতই আনন্দে ছোটে ধরি ধরি করি ।

ধরিতে না পারে যদি কি হতাশে চায়,
ধরিতে পারিলে সুখ,
ভুলে সর্ব্ব শ্রম দুখ,
মুখেতে কি হাসিছটা, পুলকিত কায় ।

দেবশিল্পকর-কীর্ত্তি-বাখানে সবাই,
বল ত বিশাই শুনি,
কি কার্য্য তোমার গুণি,
এর সঙ্গে তুলা দিতে কোথা গেলে পাই।

সামান্য পতঙ্গে এই শোভা কারিগুরি,
ক্রমশ উন্নত স্তর,
আরো কত শোভাধর,
কি আশ্চর্য্য বিধাতার নৈপুণ্য চাতুরী।

এত দম্ভ কর নর আপন কৌশলে!
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি গাত্রে,
প্রতি রেখা প্রতি ছত্রে,
দেখ শোভা, দেখ বিশ্ব কি কৌশলে চলে।

কিছুই না পাই ভেবে আদি অন্ত সীমা,
সকলি আশ্চর্য্য তব,
অদ্ভুত তোমার ভব,
কে জানে মহিমাময় তোমার মহিমা।

## জন্মভূমি

এই ত আমার, জগতের সার,
স্মৃতিসুখকর জনম-ঠাঁই।
যেখানে আহ্লাদে, নবীন আস্বাদে,
শৈশব-জীবন সুখে কাটাই॥

যে সুখের দিন আজ(ও) পড়ে মনে,
ভুলিব না যাহা কভু এ জীবনে,
যেখানেই থাকি যেথাই যাই;
হেরেছি কতই নগরী নগর,
কত রাজধানী অপূর্ব্ব সুন্দর,
এ শোভা ঐশ্বর্য্য কোথাই নাই:

গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়,
স্মৃতি-পরিমল-মাখা সমুদয়,
হেন স্থান আর কোথায় আছে,
জগতে জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব-গৌরবে দুই অতুলন,
স্বরগ(ও) নিকৃষ্ট দুয়ের(ই) কাছে।

এই সে মণ্ডপ পবিত্র আলয়
( দশভুজাপূজা কত সেথা হয় )
গীতবাদ্যশালা সম্মুখে তার।
সেই আটচালা নীচেই অঙ্গন,
ইষ্টক মৃত্তিকা প্রাচীরে বেষ্টন,
বোধনের বিল্ব পার্শে যার।

হেরে হেন সব চারিদিক্‌ময়,
প্রাণভরা সুখে ভরিল হৃদয়,
আবার যেন বা আসিল ফিরে
শৈশব কৈশোর সুখের যৌবন,
বাল্য-সখা-সখী, বৃদ্ধ গুরু জন,
আবার যেমন চৌদিকে ঘিরে।

কত পুরাতন কথোপকথন,
হাস্য পরিহাস সঙ্গীত বাদন,
মানসের চক্ষে দেখিতে পাই,
পুনঃ যেন খেলি সঙ্গিগণে মেলি,
মাঠে ঘাটে ছুটি করি জলকেলি,
কালাকাল তার বিচার নাই।

কখন(ও) যেন বা ক্ষুধা-তৃষাতুর,
আতপ-উত্তপ্ত ফিরি নিজ পুর,
জননী নিকটে ছুটিয়া যাই,

কখন(ও) যেন বা মার কোলে শুয়ে,
জড়সড় হয়ে আঁধারের ভয়ে,
আঁচলে ঢাকিয়া মুখ লুকাই।

কত দিন(ই) হায় সে মায়ের মুখ,
হেরি নাই চখে—দিয়া চির দুখ,
কাল দেছে মুছে সে আনন্দছবি।
কত সুখকথা হইল স্মরণ,
আনন্দময়ীর হেরে সে বদন,
অন্ধকারে যেন উদিল রবি।

কতই এ হেন স্মৃতির লহরি,
উঠিতে লাগিল প্রাণ মন ভরি,
ভূতল আকাশ যে দিকে হেরি,
পুনঃ এল সেই নবীন যৌবন,
পুনঃ সে ছুটিল মলয় পবন,
কামিনী কুসুমে পুনঃ শিহরি।

ইন্দ্রিয় উত্তাপ উন্নতির আশা,
ধন যশ লোভ বিজয় পিপাসা,
আবার যেমন প্রাণে জড়াই,
যাহার আদরে বাল্য সুখে যায়,
যৌবন আরম্ভে হারায়ে যাহায়,
কবিতা সুধার আস্বাদ পাই।

কতই আগের সুখ ভালবাসা,
কতই আকাঙ্ক্ষা কতরূপ আশা,
ফুটে উঠে প্রাণে যে দিকে চাই।
কখন(ও) একত্রে কভু একে একে,
অনিমেষ চক্ষু আনন্দ পুলকে,
হৃদয়-মুকুরে হেরি সদাই।

আগেকারি মত যেন হেরি সব,
আগেকারি মত পশু-পক্ষী-রব,
আগেকারি মত করি শ্রবণ।
জুড়াতে পরাণ ইহার সমান,
নাহি কিছু আর, নাহি কোন(ও) স্থান,
চির তৃপ্তিকর মধুর এমন।

মহাহিমময় হয় যদি স্থান,
দারুণ উত্তাপে জ্বলে যায় প্রাণ,
তবুও সে দেশ স্বদেশ যার,
তাহার নয়নে তেমন সুন্দর,
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
নাহিক ভূতলে কোথাও আর।

কে আছে এমন মানব-সমাজে,
হৃদিতন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহু দিন পরে হেরি স্বদেশ।
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রেম ভক্তি মোহ অনুরাগ ভরে,
এই জন্মভূমি আমার দেশ।

তুমি বঙ্গমাতা এত হীনপ্রাণা,
এত যে মলিনা এত দীন হীনা,
তোমার(ও) সন্তান স্বদেশে ফিরে,
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ,
প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক,
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে।

হে জগৎপতি, এ-দাস-মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখন(ও) কেহ,

যেখানেই থাক্ যেখানেই যাক,
যতই সম্মান যেখানেই পাক,
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।

## কি সুখের দিন

কি সুখের দিন মনে পড়ে আজ,
আনন্দ নির্ঝর হৃদয়ে বয়,
হ'ল বহু দিন আজ(ও) ভুলি নাই,
এখন(ও) সে দৃশ্য তেমনি রয়।

শৈশব-সময় বর্ষ বার তের,
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি এক দিন তরে,
জানি না কখন দুঃখ কেমন।

তখন(ও) পূজার্হ মাতামহ মম,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর,
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্ব জন,
সে গিরি-আশ্রয়ে আছেন স্থির।

সুখে হাসি খেলি সুখে আসি যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখপূর্ণ ধরা শূন্য সুখে ভরা,
সুখের(ই) প্রবাহ ভাবি জীবন।

আদরে লালিত আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের(ই) প্রতি,
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।

আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে,
জানাইলে তাঁয় মনের সাধ,

কখন(ও) অপূর্ণ থাকিত না তাহা,
পূরাতেন তিনি করি আহ্লাদ।

বৎসরে বৎসরে শারদীয়া পূজা,
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি ধরি করি উৎসাহ।

আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে,
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল মুখে,
নব বস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি,
সাজায়ে বালিকা বালকে সুখে।

সে আনন্দ ছবি তাহাদের মুখে,
হেরি কত বার সংশয়ে ভাবি,
কার বেশি শোভা প্রতিমার কিবা
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।

আসে যায় হেন কতই দর্শক,
গ্রাম-পল্লীবাসী কতই আসে
ভিক্ষুক যাচক গীত-বাদ্যকর,
অতিথ অভ্যাগত কত কি আশে

ক্রমে গৃহাগত আত্মীয় স্বজন,
কলরবপূর্ণ সদা আলয়,
প্রিয় সম্ভাষণ, মধুর আলাপ,
গৃহের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়।

সদা হৃষ্টমতি কুটুম্ব জ্ঞেয়াতি,
আমোদে প্রমোদে রত সদাই,
সর্ব্ব পরিজন আনন্দে মগন,
নিরানন্দ ভাব কাহার(ও) নাই।

সে আনন্দ মাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী-ঘরে,
আমার প্রবেশ-নিষেধ নাই।

সে কালের প্রথা রামায়ণ গান
অপরাহ্নে শুনি মোহিত হয়ে,
সমুদ্র লঙ্ঘন পুষ্পকে গমন,
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয়ফলকে লিখিয়া রাখি।

ষাট বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজ ত সে দিন ভুলে নি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজ ত আছে।

জননীর স্তনক্ষীরের আস্বাদ,
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার,
যে জেনেছে বাল্যক্রীড়ার আহ্লাদ,
জগতে কিছু কি চায় সে আর।

## ধনবান্

ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল,
বিনা ধনী কে অবনী সাজাত এমন,
কে পরাত ধরা-অঙ্গে এত আভরণ,
প্রাসাদ মন্দিরমালা স্বরগে অতুল।

কাশ্মীর ভূধর-শিরে যক্ষসরোবর,
অচ্ছোদ যাহার নাম কাদম্বরীপ্রিয়,
কে সেখানে বিরচিত ক্রীড়াবন, স্বীয়,
ধনী যদি না থাকিত পৃথিবী ভিতর।

তাজ অট্টালিকা চখে কে দেখিত আজ,
যার শোভা দেখিবারে ধরাপ্রান্ত হ'তে,
প্রতি দিন কত লোক আসে এ ভারতে,
অমূল্য প্রাসাদরত্ন অবনীর মাঝ।

বিনা ধনী সুখকর শিল্পের প্রবাহ,
থাকিত না ধরাতলে বিদ্যার আহ্লাদ,
জানিত না নরচিত্ত সাহিত্য-আস্বাদ,
কি আনন্দকর চিত্ত সুখে অবগাহ।

উজ্জ্বল ধরণী-অঙ্গ ধনীর উদয়ে,
রবিছটা সম ছটা তাদের প্রকাশে,
এক জন ধনী যদি হয় কোন(ও) দেশে,
চিরদীপ্ত সে অঞ্চল তার দীপ্তি লয়ে।

কোন(ও) কালে ছিল আগে ভারত-মণ্ডলে,
ভবানী অহল্যাবাই মহিলা দুজন,
আজ(ও) দেখ তাহাদের নামের কিরণ,
জাগায়ে স্বদেশখ্যাতি জগতে উজ্জ্বলে।

কত হেন লব নাম প্রতি দেশে দেশে,
ধনবতী ধনবান্ স্বদেশ-কল্যাণ
সাধন করিয়া নিত্য লভিয়া সম্মান,
স্বনাম স্বদেশ পূর্ণ করিছে সুযশে।

সাধিতে জগতহিত ধনীর সৃজন,
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন,
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন।

নিত্যস্মরণীয় সেই মহাত্মা ভূতলে,
কত দুঃখী প্রাণী জ্বালা করে নিবারণ,
জগতের কত হিত করে সে সাধন,
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে।

পরের হিতার্থ ধন না বুঝে যে ধনী,
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা বাঞ্ছা করে,
পরহিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে,
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি।

বিধাতার বরপুত্র ধনী এ ধরাতে,
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে,
ইচ্ছা ক'রে যেতে পারে নরক ভিতরে,
স্বর্গ-নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।

মহীতে মহীপবৃন্দ ধনীর প্রধান,
দৈব ঘটনায় আজ মহীপতি তারা,
আবার চক্রের গতি হলে অন্য ধারা,
পশিয়া ধনিমণ্ডলে হবে শোভমান।

ধনীরাই সংসারের সুখদুঃখমূল,
যে ধনী না বুঝে ইহা ভ্রান্ত পথে যায়,
ধরার কণ্টক সেই, যে বুঝে ইহায়,
ফুটে রয় ভবময় শোভায় অতুল।—
ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল।

## ভালবাসা

ভালবাসাবাসি এত পৃথিবী ভিতরে,
সে তৃষ্ণা মিটে না কেন আমার অন্তরে।
বাল্য হ'তে নিরন্তর খুঁজিয়া বেড়াই,
প্রাণ জুড়াবার সখা তবু নাহি পাই।

কারে ভালবাসা বল, কিবা তার ধারা,
কি পেয়ে প্রাণের তৃষা মিটাও তোমরা,
পিতা ভালবাসে কন্যা পুত্র আপনার,
স্বামী ভালবাসে ভার্য্যা প্রিয়তমা তার।

ভাই ভালবাসে ভা(ই)রে সোদরা সোদর,
প্রতিপালকেরে ভালবাসে পোষ্য তার,
আশ্রিতে আশ্রয়দাতা ভাবে আপনার,
প্রণয়িনী প্রণয়ীর হৃদয়ের হার।

এ যে ভালবাসাভরা দেখি এ সংসার,
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,
স্নেহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল,
ভালবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল।

প্রাণে প্রাণে বিনিময় ভালবাসা সেই,
সে ভালবাসা ত হেথা দেখিবারে নেই,
কত জনে হাতে তুলে দিয়াছি তাহায়,
সে ত নাহি প্রাণ তার দিয়াছে আমায়।

আমি চাই এক জীউ এক তৃষা মন,
এক চিন্তা এক দৃষ্টি একই শ্রবণ,
এক রাগ অনুরাগ একই মনন,
দুই দুই ঘুচে গিয়ে একত্র মিলন।

অনন্য মনের গতি,
অনন্য কল্পনা স্মৃতি,
অনন্য আকাঙ্ক্ষা আশা,
অনন্য প্রাণের তৃষা,
এক জ্ঞান এক ধ্যান একই স্বপন,
তার(ই) নাম ভালবাসা দুজনে মিলন ;

এক প্রাণ দুই দেহ,
অভেদ শত্রুতা স্নেহ,
অভেদ আচার ভক্তি,
দুই দেহে এক(ই) শক্তি,
পাষাণে পরাণ গাঁথা একাত্মা জীবন,
এ ভালবাসারে মোরে দিবে কোন্ জন।

এই ভালবাসা আশে উন্মত্ত হইয়া,
লজ্জা ভয় লোকনিন্দা সব তেয়াগিয়া,
পরাণে পরাণে তার হইতে সমান,
অনেকের হাতে সঁপে দিয়াছি পরাণ।

কত জনে কত বার সোদর-অধিক
জড়ায়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,
বৃশ্চিকদংশিত হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,
কেঁদেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে।

কত বার কত জনে কণ্ঠের ভূষণ
করিয়া রেখেছি বুকে ভাবিয়া রতন,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুঝিয়া স্বপন,
করেছি কতই তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন।

ভালবাসা বলি যারে পরাণে ধেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই,
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই,
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই!

বিধাতা হে, নাহি জানি, প্রাণে কেন হেন গ্লানি,
মাঝে মাঝে বিরক্তি উদয়।
থাকিতে এ ভবনিধি, পরাণে কেন এ ব্যাধি,
বল বিধি, বল হে আমায়॥

আজ নয় নহে কাল, এই ভাব চিরকাল,
কেন মন হেন তিক্ত হয়।
কিছুই না ধরে মনে, অসাধ সদাই প্রাণে,
কিছুতেই সাধ নাহি রয়॥
আমোদ প্রমোদে হাসি, সব(ই) যেন যায় ভাসি,
কিছুতেই মন নাহি বসে॥
নিকটে প্রাণের মিতা, শুনায় রসের গীতা,
তাহাতেও চিত্ত নাহি রসে।
সুত সুতা স্নেহভরে, চিবুক তুলিয়া ধরে,
কণ্ঠ ধরি কোলে বসি হাসে।
তাতেও চেতনা নাই, সে দিকে ফিরে না চাই,
যেন কোন অমঙ্গল-ত্রাসে॥
এ অতৃপ্তি কেন সদা, ধন যশ কি প্রেমদা,
কিছুই সন্তোষকর নহে।
নাহিক আকাঙ্ক্ষা আশা, নাহিক কোন(ও) লালসা,
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে॥
মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস, হৃদে খেদ বার মাস,
ফল্গু সম লুকাইয়া চলে।
বাহিরে আলোক পূর্ণ, হৃদয়ে অঙ্গারচূর্ণ,
প্রাণে সদা বহ্নিশিখা জ্বলে॥
কেন হেন তিক্ত প্রাণ, দিলে মোরে ভগবান্,
এত সুখ জগতে তোমার।
নাহি কি কিছুই তায়, মম সাধ মিটে যায়,
কোন(ও) হেন সুন্দর সুতার॥
ফুলতরু কত জাতি, কত বর্ণ কত ভাতি,
আছে এই জগতমণ্ডলে।
ধরা শূন্য শোভাকর, কত পশু পক্ষী নর,
শৈবাল মৃণাল মীন জলে॥
আকাশে চাঁদের শোভা, জগতের মনোলোভা,
মনোহর তারকা ঝলকে।

যেটি মনে ধরে যার, সেটি আদরের তার,
চিরকাল এই ধারা লোকে ॥
উদ্যানে কাহার(ও) সাধ, কুসুমে কার(ও) আহ্লাদ,
কার(ও) সাধ প্রাসাদ ভবনে।
কেহ বা পাখীর গান, শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ,
কেহ মুগ্ধ সঙ্গীত-শ্রবণে ॥
কেহ ভুলে চিত্রপটে, কেহ বা কবিতা-পাঠে,
কার(ও) মন সৌন্দর্য্যে মগন।
কেহ সুখী ধনার্জ্জনে, কেহ সুখী ধন-দানে,
কার(ও) সাধ সমৃদ্ধি-সাধন ॥
কেহ রত বিদ্যাভ্যাসে, কেহ বা বেশ-বিন্যাসে,
বিলাস বাসনা করে কেহ।
ভোগ সুখ কেহ চায়, কেহ অনাদরে তায়,
বনে যায় তেয়াগিয়া গেহ ॥
হেন রূপে সর্ব্ব জন, কোন না কোন বন্ধন,
হৃদয়ে বেঁধেছে সুখ আশে।
পূর্ণ করি সেই আশা, জুড়ায় হৃদি-পিপাসা,
অকূল সাগরে নাহি ভাসে ॥
আমারি হৃদি কেবল, মায়াশূন্য মরুস্থল,
কোন(ও) বাসনায় বদ্ধ নয়।
এত শোভা ধরণীতে, কিছুই না ধরে চিতে,
শূন্য প্রাণে দেখি সমুদয় ॥
কি হেতু হে ভগবান্, দিয়াছ এমন প্রাণ,
সুখের সাগরে সবে মজে।
স্থলে জলে ভূমণ্ডলে, সুখের লহরী চলে,
কিসে সুখ আমি মরি খুঁজে ॥
সহেছি অনেক দিন, সব আর কত দিন,
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে।
সত্বরে এ প্রাণ হরি, এ দুঃখ ঘুচাও হরি,
এ যাতনা দিও না'ক কারে ॥

# মৃত্যু

কে আসিছে অই আঁধারবরণ,
লৌহদণ্ড করে করিয়া ধারণ !
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ নয়নের ছটা,
দেহের বরণ ঘোর ঘনঘটা,
চুপে চুপে আসি, ছায়ার মতন,
মুমূর্ষু প্রাণীরে করে নিরীক্ষণ ।

মৃত্যুশয্যাশায়ী-শিয়রে দাঁড়ায়ে,
নিজ দণ্ড তার শরীরে ঠেকায়ে,
বলে ও রে আয়, আর দেরী নাই,
আয় সঙ্গে মোর, আমি নিয়ে যাই,
যে দেশে নাহিক সূর্য্য চন্দ্র তারা,
যেখানে দেখিবি অদেহী যাহারা ।

কোথা এবে তোর বয়স্য যাহারা,
যাহাদের পেয়ে হয়ে জ্ঞানহারা,
যৌবন-মদিরা পিয়াছিলি রঙ্গে,
কৌতুক, বিলাস, ব্যসন তরঙ্গে,
ভাবিতিস্ ধরা শরার মতন,
এখন তাদের কাঁদিছে ক'জন ।

দেখ একবার এই শেষ দেখা,
যাহাদের চিত্র তোর প্রাণে লেখা,
যাদের পাইয়া, মনের মতন,
সাজাইলি তোর ভব-নিকেতন,
পুত্র-পৌত্র-রূপ ভবরত্নচয়,
কোথা রবে এবে সেই সমুদয় ?

দেখে নে রে তোর স্নেহময়ী মায়,
( আর কভু চখে দেখিবি না যায়, )

কাঁদিছে এখন হ'য়ে দিশেহারা,
ধরায় পড়িছে পাগলিনী-পারা,
সেও যাবে ভুলে কিছু দিন পরে,
কদাচিৎ যদি কভু মনে করে।

অই দেখ তোর প্রাণাধিকা নারী,
যারে লয়ে তুই হ'লি রে সংসারী,
তোর মুখ চেয়ে করিছে ক্রন্দন,
নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ পাষাণ যেমন;
কিছু কাল পরে সেও রে ভুলিবে,
ফিরে এলে কাছে চিনিতে নারিবে!

দাঁড়ায়ে শিয়রে, হারায়ে সংবিৎ,
অই যে তোমার প্রাণের সুহৃৎ,
যারে কাছে পেলে আর সব ফেলে,
থাকিতে দিবস রজনী বিরলে,
কত দিন মনে রাখিবে তোমায়,
ভুলিবে যে দিন পাবে অন্য কায়।

এই যে রে তোর গৃহ, অট্টালিকা,
মঠ, অশ্বশালা, তোরণ, পরিখা,
এ নাটমন্দির, হ্রদ, পুষ্করিণী,
বিচিত্র চক্রিণী পতাকাশালিনী,
কোথা রবে সব মুদিলে নয়ন,
কে ভোগ করিবে এ সব তখন!

তুই নিজে যাবি ভুলিয়া সকলি—
দারা, পুত্র, সখা, এ ধরামণ্ডলী,
ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, বিভব,
দয়া, মায়া, স্নেহ, জনকলরব,
একাকী উলঙ্গ সঙ্গে যাবি মোর,
কিছুই সঙ্গেতে যাবে না রে তোর!

এই সব তরে হ'য়ে চিন্তাকুল,
আজন্ম ঘুরিলি যেন বা বাতুল,
সকলি ফেলিয়া যেতে হ'ল এবে,
কার ধন, হায়! এবে কেবা নেবে!
সব(ই) ফেলে গেলি সব বিলাইলি,
পথের সম্বল কিবা সঙ্গে নিলি?

আচম্বিতে নাভিশ্বাস দেখা দিল,
মৃত্যুশয্যাশায়ী নয়ন মুদিল,
ধীরে ধীরে মুখ হইল ব্যাদান,
সেই পথে প্রাণ করিল পয়ান,
ফুরাইল এক জীবের জীবন,
ভাঙ্গিল ভবের একটি স্বপন।

দিবস রজনী কত হেনরূপ
শুনিছে মানব শমন-বিদ্রূপ,
দেখিছে নয়নে কত শত জনে,
ম'রে ফুরাইছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
তবুও কিবা যে মায়ার বন্ধন,
সে কথা কাহার(ও) থাকে না স্মরণ!
কার সাধ্য বুঝে সংসাররচনা?
ধন্য, বিধি! মায়া-সৃজন-কল্পনা!

## শিশু বিয়োগ

এ কি শুনি কার কান্না হেন নিদারুণ,
বুঝি বা জননী কোন হয়ে শূন্যকোল,
কান্দিতেছে হেন রূপে করি উতরোল,
দিবা নিশি কেঁদে চক্ষু করিছে অরুণ।

কেন হেন ভগবান্ দুর্ব্বল মানবে,
কর দগ্ধ চিরদিন শোকের অনলে,

এ কি খেলা খেলাও হে এ ভব-মণ্ডলে,
ভাসাইয়া নর নারী দুঃখের অর্ণবে।

কি পাপ করিল শিশু এই অল্প কালে,
অনায়াসে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপিলে তারে,
হ'ল না দয়ার পাত্র তোমার বিচারে,
কেন কর্ম্মভূমে তবে তাহারে পাঠালে।

না না, কিবা কোন(ও) পাপ ছিল না উহার,
মাতা পিতা পাতকের(ই) শুধু এই ফল,
কেন তবে দেখাইলে তারে এ ভূতল,
নির্দ্দোষী জীবন কেন করিলে সংহার।

অথবা সে পূর্ব্বজন্মে ছিল মহাতপা,
তাই তারে না ছুঁইতে ধরণীর ক্লেদ,
সকালে সকালে তার করিলে উচ্ছেদ,
ভালবাসা জানাইতে করিলে হে কৃপা।

এই যদি ছিল মনে ওহে দয়াময়,
কেন তবে মায়ে তার দিলে গর্ভক্লেশ,
কেন আশা দিয়ে, বুকে ছুরি দিলে শেষ,
প্রভু, এ তো করুণার কার্য্য কভু নয়।

একবার মা'র মুখ চেয়ে দেখ তার,
কি ছিল বা গত নিশি কি হয়েছে এবে,
ডাকিছে তোমায় দেব পুরাতে অভাবে,
সে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডপতি নাহি কি তোমার।

সে শক্তি না থাকে যদি আপনিই এস,
কোল শোভা কর তার শিশুরূপ ধরি,
তুমি ত সকলি পার ব্রজনাথ হরি,
কেন না এ রূপে আসি অভাগীরে তোষ।

বুঝি না তোমার দেব ভবলীলা-খেলা,
এ রূপে কেন বা জীবে হাসাও কাঁদাও,
কেন মারো কেন কাটো কি সাধ পূরাও,
আচার বিচার কি যে কেন বা এ খেলা ?

জানি তুমি আছ সত্য ব্যক্ত চরাচরে,
সত্য তুমি দয়াময় বুঝিতেও পারি,
ভবের রহস্য শুধু বুঝিবারে নারি,
নিঠুরতা হেরি তায় পরাণ শিহরে।

দয়াল নামটি নাথ বড়ই মধুর,
কলঙ্ক হেরিলে তায় প্রাণে ব্যথা পাই,
তাই জিজ্ঞাসিছি এত ক্ষম হে গোঁসাই,
মনের এ ঘোর ধাঁধা ভেঙ্গে কর চূর।

## ব্রজবালক

সুচারু সুন্দর বিনোদ রায়,
কে সাজালে তোমা হেন শোভায়,
নয়ন বঙ্কিম কিবা সুঠাম,
চারু গ্রীবাভঙ্গি ঈষৎ বাম,
ভালে ভুরুযুগ আকর্ণ টান,
অপাঙ্গভঙ্গিতে চমকে প্রাণ,
মোহন মূরতি চিকণকালা,
রূপের ছটায় জগ উজালা।
মুখে মৃদু হাসি, অলকা সাজে,
মধুর মুরলী অধরে বাজে,
শিখিপুচ্ছে চূড়া ঈষৎ বাঁকা,
ললাটে কপোলে তিলক আঁকা,
নব ঘনঘটা দেহের কান্তি,
দেখিলে নয়নে উপজে ভ্রান্তি,

পীত ধড়া আঁটা কটিতে তায়,
মেঘেতে যেন বিজলী খেলায়,
বক্ষ সুবিশাল, কটি সুক্ষীণ,
মনোহর বপু উপমাহীন,
ভুজ-দণ্ড-লতা জিনি মৃণাল,
করপদতলছটা প্রবাল।
বনফুলমালা গলায় সাজে,
চলিতে চরণে নূপুর বাজে,
নটবর-বেশ রসিকরাজ,
সদাই বিহরে নিকুঞ্জ মাঝ,
সুগন্ধ সৌন্দর্য্যে সদা বিহ্বল,
সদা রঙ্গরসে ক্রীড়াকুশল,
কদম্বের তলে মুরলী মুখে,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়ায়ে সুখে,
বাঁশরীর রবে শিখী নাচায়,
বাঁশরীর রবে ধেনু চরায়,
যাহার মধুর বাঁশীর গানে,
যমুনার জল চলে উজানে,
ব্রজের রাখালে অতুল রূপ,
দিয়া সাজায়েছে জগত-ভূপ,
হেন কাল রূপ আর কি আছে,
এখন(ও) নাচিছে নয়ন কাছে,
প্রেম ভক্তি পথ শিখাতে লোকে,
যার হৃদি পূর্ণ হয় আলোকে,
এ মূরতি যার মনে উদয়,
সে জন কখন মানুষ নয়।

## কবিতা সুন্দরী

অশোকের তলে, যেন শশী জ্বলে,
হেন রূপবতী নারী,
ভাবিছে একাকী, করে গণ্ড রাখি,
অপূর্ব্ব শোভা প্রসারি।
সুনিবিড় কেশ, ঢাকি পৃষ্ঠদেশ,
ছড়ায়ে পড়েছে এলা,
ঘুরিছে ফিরিছে, উড়িছে পড়িছে,
পবনে করিছে খেলা।
নব তৃণদল, আসন কোমল,
বসেছে চরণ মেলি ;
রাঙ্গা পদতল, করে ঝলমল,
তরুদেহে আছে হেলি।
করিশুণ্ডাকার, ক্রমে লঘুভার,
ঊরু জিনি সুকদলী।
নিতম্ব পীবর, স্তন মনোহর,
অস্ফুট কমলকলি।
ত্রিবলী অঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর।
সিন্দূরে মার্জ্জিত, মুকুতার মত,
দন্তপাঁতি শোভাকর।
শ্রবণ-কুহর, মদনের গড়,
বাঁশরী-সদৃশ নাসা।
শ্বেতাভ্র বরণ, চন্দ্রনিভানন,
খঞ্জননয়ন ভাসা।
পুষ্প থরে থর, শোভা মনোহর,
শাখা এক শিরোপরে,
মন্দ মন্দ দোলে, পবনহিল্লোলে,
বৈসে বামা গণ্ড করে।

ডালে ডালে পাখী, নানা বর্ণ মাখি,
করিছে মধুর গান ;
থেকে থেকে থেকে, ডালে অঙ্গ ঢেকে,
কেহ ধরে উচ্চ তান।
মন্দ মন্দ বায়, তরু অঙ্গে ধায়,
পত্র কাঁপে থর থর ;
পবনহিল্লোলে, পল্লবের দোলে,
শব্দ হয় মর মর।
কত বনচর, তনু মনোহর,
আবৃত রঞ্জিত লোমে,
অভয় পরাণে, দূরে সন্নিধানে,
অবিরত সুখে ভ্রমে।
হরিণী সুন্দরী, শিশু কাছে করি,
ভ্রমে নৃত্য করি সুখে।
করিণী সুখিনী, তুলে মৃণালিনী,
দেয় নিজ শিশু-মুখে।
গাভী বৎস চরে, হাম্বা রব করে,
কেহ না দেখিলে কায়।
চরিতে চরিতে, চমকিত চিতে,
তৃণমুখে মৃগ ধায়।
ভ্রমে নীল গাই, প্রাণে ভয় নাই,
অদূরে অথবা দূরে !
বিচরে চমরী, লোমশী সুন্দরী,
বন মাঝে ঘুরে ঘুরে।
সেথা পরকাশে, প্রমত্ত উল্লাসে,
কবি-প্রিয় ঋতুচয়,
বসন্ত, বরষা, সরস, সুরসা,
শরত সৌন্দর্য্যময়।
নিকটে উদ্যান, অতি রম্য স্থান,
দেবতা গন্ধর্ব্ব ভুলে ;

সুগন্ধে মোদিত, সদা সুশোভিত,
নানা জাতি তরু ফুলে।
ফুলরেণু গায়, সদা ভ্রমে তায়,
মন্দ মন্দ সমীরণ।
আকাশে সৌরভ, মাটিতে সৌরভ,
সুগন্ধ বর্ষে যেমন।
গাছে মধু ক্ষরে, লতা পত্রে ঝরে,
উড়ে ভৃঙ্গ মধুকর।
সুষমা সুঘ্রাণ, ভরিয়া উদ্যান,
গন্ধে ভরা সরোবর।
সে দেব-উদ্যানে, মহিমা কে জানে,
নিত্য চন্দ্রোদয় হয়।
নিত্য ষোল কলা, শশাঙ্ক উজ্জ্বলা,
চিরজ্যোৎস্না ফুটে রয়।
ভ্রমে কত সেথা, অপ্সরবনিতা,
গীত বাদ্য নৃত্য করি ;
কত নিরজনে, নির্ঝর-দর্পণে,
নিজ নিজ বিম্ব হেরি।
কত বনদেবী, ফুলঘ্রাণ সেবি,
ভ্রমে সাজি ফুলসাজে,
নর্ত্তন বাদন- রত সর্ব্বক্ষণ,
সে দেবকানন মাঝে।
নাচিয়া গাইয়া, পুলকে পূরিয়া,
এরা সবে মাঝে মাঝে।
প্রেম ভক্তি ভরে, প্রফুল্ল অন্তরে,
আনন্দে বামারে পূজে।
মিলি রস নয়, করে অভিনয়,
বামার প্রীতির তরে।
বীর রৌদ্র হাস্য, করুণার দৃশ্য,
নয়নে তুলিয়া ধরে।

সব রস যেন, মূর্ত্তিমান্ হেন,
হৃদয়ে প্রত্যয় হয়।
ক্রোধ ভয় আদি, মথে বামা-হৃদি,
কভু অশ্রুধারা বয়।
হেন রূপে কেলি, নব রস মেলি,
ক'রে সমাদর রাখে;
ক্রীড়া সমাপনে, তৃষিত নয়নে,
বামারে ঘেরিয়া থাকে।
সে বামারে ঘেরি, বসিয়াছে হেরি,
মহাপ্রাণী কত জন।
অনিমিষ নেত্র, নাহি পড়ে পত্র,
হেরে সে রাঙ্গা চরণ।
কত ঋষি নর, মহাজ্যোতিধর,
বসেছে বামারে ঘেরে।
স্বদেশী বিদেশী, কতই যশস্বী,
কেবা সংখ্যা তার করে।
সেখানে বসিয়া, জ্যোতি ছড়াইয়া,
মহাকবি ঋষি ব্যাস।
নব প্রভাকর সম ছটাধর,
বাল্মীকি সেথা প্রকাশ।
কবি কালিদাস সুধা সম ভাব,
বাণী·বরপুত্র যেই;
অমরের ছবি সেক্সপীর কবি,
বিজুলি যেন খেলই।
ধরণী উজলি, বুধের মণ্ডলী,
বসে সেথা স্তরে স্তরে;
নিজ যন্ত্র ধরে, সুধা-কণ্ঠস্বরে,
সে চরণ পূজা করে।
দেব মনোলোভা, হেরি সেই শোভা,
কার না বাসনা করে,

এ যশোমালায়, পরিতে গলায়,
রাখিতে হৃদয়ে ধ'রে।
অয়ি নিরুপমে, মম হৃদি-ধামে,
বাসনা আছিল কত ;
তব আরাধনা, তোমার সাধনা,
করিব জীবন-ব্রত।
ভুলে নিজ ভ্রমে, বৃথা পরিশ্রমে,
জীবন ফুরায়ে এল।
না লভিনু ধন, না সাধিনু পণ,
দু'কূল ভাসিয়া গেল।
এবে নহে সাধে, পড়িয়া বিপদে,
আবার তোমারে ডাকি,
হয়ো না নিদয়া, কর দাসে দয়া,
ভক্ত ব'লে মনে রাখি।
তুমি ক্ষেমঙ্করী, নিজে ক্ষমা করি,
ভুল না মায়ের মায়া।
ক্ষমি অপরাধ, পূরাইও সাধ,
দিও দেবি পদছায়া।

সমাপ্ত